১০।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 18 1999... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭ ......

গতকাল বুধবার জাদুঘর মিলনায়তনে বছরের আলোচিত নারী 'অনন্যা শীর্ষ দশ' '৯৮-এর সাথে প্রধান অতিথি কবি শামসুর রাহমান —সংবাদ

'অনন্যা শীর্ষ দশ' পুরস্কার বিতরণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাক্ষিক অনন্যা পত্রিকার 'অনন্যা শীর্ষদশ' পুরস্কার গতকাল বুধবার এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিতরণ করা হয়।

জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি শামসুর রাহমান।

অনন্যা সম্পাদিকা তাসমিমা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডঃ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদ।

অনুষ্ঠানে যাদের পুরস্কৃত করা হয় তারা হলেন ঃ ফাহমিদা আমিন (সমাজসেবা), হামিদা আলী (শিক্ষা), মালেকা খান (শিল্প), রুবী গজনবী (শিল্প), লায়লুন নাহার (স্থাপত্য), ব্রিগেডিয়ার সুরাইয়া রহমান (সেনাবাহিনী), প্রয়াত দীপা হক (শিল্পকলা), লীনা তাপসী (সঙ্গীত), এলিনা খান (আইন) ও বিপাশা হায়াত (অভিনয়)। প্রয়াত দীপা হকের পুরস্কার গ্রহণ করেন তার স্বামী কবি কায়সার হক। অন্যরা নিজেরাই উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কবি শামসুর রাহমান তার বক্তৃতায় বলেন, ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট অনেক সুখকে বিসর্জন দিয়ে ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমেই সমাজে বড় কিছু অর্জন করতে হয়। সমাজে প্রকৃত অবদান রেখেই তারা (পুরস্কারপ্রাপ্তরা) পুরস্কার পেয়েছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরস্কার কারো দয়ার দান নয়।

তিনি অনন্যা পুরস্কার শুধু মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত না রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে নারীদের অবদানকে খাটো করা হয়।

ডঃ মুস্তাফা নূর উল ইসলাম গুণী ও প্রতিভাবান নারীদের পুরস্কৃত করার ধারা অব্যাহত রাখায় অনন্যা কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাইয়িদ অশুভদের মোকাবিলা করে সম্মিলিতভাবে সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

তাসমিমা হোসেন সমাজে নারীদের অবস্থা দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই বলে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের নারীরা এখন মেধা ও আপন যোগ্যতায় সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা অনুষ্ঠানে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে তাদের আরো অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করবে বলে মন্তব্য করেন।

পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপিকা কাজী মদিনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন।